হিমেল হাওয়ায় কাঁপছে মেহেরপুর

মেহেরপুরে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ।বৃহস্পতিবার (৪ নভেম্বর) সকাল ৯টায় চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। এর আগে সকাল ৬টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তখন বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের পর্যবেক্ষক জামিনুর রহমান জানান, সকাল ৯টায় মেহেরপুর অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। আগামী কয়েকদিন রাত ও ভোরের তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। চলতি শীত মৌসুমে এটাই জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। যদিও এটি দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নয়।

এদিকে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় জেঁকে বসেছে শীত। সকাল ৯টার পর ঝলমলে রোদের দেখা মিললেও শীতের প্রভাব কাটছে না। হিমেল বাতাস বইতে থাকায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। শীত বৃদ্ধির কারণে মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলা শহরে সকাল থেকে মানুষের চলাচল কম ছিল। সকালে প্রয়োজন ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে বের হয়নি। সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েছেন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও অফিসগামী লোকজন। সমস্যায় পড়েছেন নিম্ন-আয়ের মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক, ভ্যানচালক ও রিকশাচালকরা।

এদিকে শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালগুলোতে হাঁপানি, টাইফয়েড, সর্দি, জ্বর, কাশিসহ বিভিন্ন রোগবালাই বাড়ছে। হাসপাতালগুলোতে রোগীর ভিড়ে গাদাগাদি করে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর জানান, চলতি শীত মৌসুমে দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৫ হাজার কম্বল পাওয়া গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৩৮০০, গাংনী উপজেলায় ১৮০০ এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৮৭৫টি কম্বল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর কিছু ইতোমধ্যে ছিন্নমূল, হতদরিদ্র ও শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচির পর মানববন্ধন

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকেরা শাটডাউন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের শিল্পকলা একাডেমির সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতাধিক সহকারি শিক্ষক অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি আক্তারুজ্জামান বকুল। এ সময় সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামানসহ শিক্ষক নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে দীর্ঘস্থায়ী অগ্রগতি না পাওয়ায় এবং তিন শিক্ষক নেতাকে শোকজ নোটিশ দেওয়ার প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ রেখে মেহেরপুরের ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষকদের ‘শাটডাউন’ কর্মসূচি দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে। গতকাল বুধবার সহকারি শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার কাউকে পাওয়া যায়নি।

প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদের উদ্যোগে দ্বিতীয় দিনের মতো বার্ষিক পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে। সরেজমিনে বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে, প্রধান শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে থাকলেও সহকারি শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষগুলোতে তালা মেরে চলে গেছেন। শুধুমাত্র প্রধান শিক্ষকরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছেন।

মেহেরপুর জেলায় ৩০৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে

সহকারি শিক্ষক রয়েছেন ২০০০ জন।

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের নির্যাতনের প্রতিবাদে গাংনীতে গান গেয়ে মানববন্ধন

আবুল সরকারের মুক্তি ও বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান গেয়ে মানববন্ধন করেছেন মেহেরপুরের বাউল সম্প্রদায়ের লোকজন। এ সময় তাদের হাতে ছিল একতারা, দোতারা, হারমোনিয়াম, ঢোলসহ নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

আজ বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) বেলা ২টার সময় গাংনী উপজেলা শহরের কাঁচাবাজার এলাকায় তারা এই মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে গান পরিবেশন করেন আব্দুস সামাদ বাউল, ছন্নত বাউল, ভিকু বাউল ও মহিবুল বাউল।

মানববন্ধনে বাউল শিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাউলদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানানো হয়।

আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়ে বাউল সম্প্রদায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মজনুল হক বলেন, বাউল সম্প্রদায় সুরের মানুষ। আমরা কোনো ফ্যাসাদ বুঝি না, আমরা বুঝি ভালোবাসার মানবিক সমাজ। আমরা মনের মানুষের সঙ্গে মনের মিলন ঘটাতে চাই।

আমরা ভাই-ভাই জাতি, গোত্র, সম্প্রদায় মিলিয়ে আমরা সম্প্রীতির রাষ্ট্র চাই। সমাজে কোনো ধরনের অমানবিক কর্মকাণ্ড হোক, তা আমরা চাই না। আমাদের দেশ বহুজাতি, বহু মতের, বহু চেতনার দেশ। আমরা লালন করি বাউল দর্শন।

আবুল সরকার তার গানের মাধ্যমে অভিনয় করছিলেন। সেই গানের অভিনয়ের মধ্যে যদি ভাষার কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপরও বাউল আবুল সরকারকে ক্ষমা করা হয়নি। তাকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে।

আমরা মনে করি, এটি একটি ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ড। আমরা এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা প্রত্যাহার ও তার মুক্তি দাবি করছি। মানববন্ধনে বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৩৫ জন বাউল অংশ নেন।

মুজিবনগরে শিক্ষকদের তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে স্মারকলিপি প্রদান

১০ম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবিতে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের আপাতত ১১তম গ্রেড প্রদান, উচ্চতর গ্রেড সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান এবং শতভাগ বিভাগীয় পদোন্নতির নিশ্চয়তা প্রদানসহ তিন দফা দাবিতে সারাদেশের সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে “কমপ্লিট শাটডাউন” বা “তালাবদ্ধ কর্মসূচি” চলছে।

তারই অংশ হিসেবে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ তাদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বরাবর প্রদান করেন।

স্মারকলিপি প্রদান শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকবৃন্দ সাময়িক অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন।

স্মারকলিপি প্রদান ও অবস্থান কর্মসূচিতে মুজিবনগর উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ উপস্থিত

ছিলেন।

মেহেরপুর মহিলা কলেজে ১ম বর্ষে ভর্তিকৃতদের নবীনবরণ

একাদশ শ্রেণি, স্নাতক সম্মান ও
স্নাতক পাস প্রথম বর্ষে ভর্তিকৃত
নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ উপলক্ষে
মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে
‘নবীন বরণ ২০২৫’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কলেজ চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ফুল ও মিষ্টি খাইয়ে নবীনদের বরণ করে নেওয়া হয়।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা. আবদুল্লাহ আল-আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আব্দুল ওয়াদুদ।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নাসির উদ্দিন ও জান্নাতুল নাঈমের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নবীন বরণ ২০২৫ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক মো. ইকরামুল হাসান।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক মো. আব্দুল হামিদ, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহা. মিরাজ উদ্দীন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক সানজিদা ফেরদৌস প্রমুখ।

অতিথিরা নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন শিক্ষার মানোন্নয়ন, শৃঙ্খলা, মানবিক মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি কো-কারিকুলার কার্যক্রম ও

সামাজিক দায়িত্ববোধের চর্চার মধ্য দিয়ে কলেজকে আরও সমৃদ্ধ করার আহ্বান জানান তারা।

অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত ছিল ফুল ছিটিয়ে নবীনদের বরণ। প্রবীণ শিক্ষার্থীরা হাতে রঙিন পাপড়ি ছিটিয়ে নবীনদের স্বাগত জানালে পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান, নৃত্য, কবিতা ও নাট্য পরিবেশনায় দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন কলেজের শিক্ষার্থীরা।

এর আগে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে কলেজের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

মেহেরপুর সদর ও গাংনীতে ২২ লাখের নির্বাচনী বরাদ্দ উৎসব

মেহেরপুর জেলার দুই উপজেলা, সদর ও গাংনীর মোট ৭৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার কাজ সম্পন্নের জন্য বরাদ্দ পেয়েছে ২২ লাখ ৩০ হাজার ৯৯৪ টাকা।

নির্বাচনের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত ঘাটতিগুলো দ্রুত ঠিক করে ভোটগ্রহণ উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে জেলার অন্য উপজেলা মুজিবনগর এখনো কোনো বরাদ্দ পায়নি, যা স্থানীয়ভাবে নতুন প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বরাদ্দের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের চিঠি অনুযায়ী, ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলোর সংস্কারকাজ শেষ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশনা রয়েছে। একই সঙ্গে বরাদ্দপ্রাপ্ত

বিদ্যালয়গুলোকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করে বিদ্যালয়গুলোকে ভোটগ্রহণ উপযোগী কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত করার কথা বলা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ৩৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ২ লাখ ৮০ হাজার ৯৯৬ টাকা। এর মধ্যে মেহেরপুর পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বরাদ্দ পেয়েছে ২৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা, আর রাজনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ৫০ হাজার টাকা।

এছাড়াও ১৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা করে বরাদ্দ পেয়েছে যাদবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ময়ামারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও হিজুলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে কোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রামদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কলাইডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে। কাঁঠালপোতা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ৮ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা। ৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ইছাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলিয়ারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন মদনাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ পেয়েছে রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ৪ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে।

আর ৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা বরাদ্দ পেয়েছে তেরোঘরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রুদ্রনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুবিদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঝাউবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আমঝুপি উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নতুন দরবেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শুভরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাজাপুর–বারাকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদ সালাম–বরকত–রফিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সিংহাটি পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বেলেগাড়িপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অন্যদিকে গাংনী উপজেলার ৪৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ১৯ লাখ ৪৯ হাজার ৯৯৮ টাকা। এর মধ্যে ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ পাওয়া

বিদ্যালয়গুলো হলো—তেঁতুলবাড়িয়া, পলাশীপাড়া, ভরাট, করমদি, কল্যাণপুর, কাজিপুর, ভবানীপুর, নওদাপাড়া, পীরতলা, রামনগর, বালিয়াঘাট, তেরাইল, নওদা মটমুড়া, কুমারিডাঙ্গা, মিনিপাড়া, শিমুলতলা, বানিয়াপুকুর, ষোলটাকা, ভোমরদহ, হিজলবাড়িয়া, চৌগাছা, গাড়াডোব, আযান, যুগিন্দা, পাকুড়িয়া, ধানখোলা, ভাটপাড়া, কসবা, সানঘাট, গাংনী মডেল, রাধাগোবিন্দপুর, সাহারবাটি দক্ষিণপাড়া, জালশুকা ও মালসাদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

৩৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা করে বরাদ্দ পেয়েছে হিন্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ধর্মচাকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সাহারবাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢেপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাড়িয়াদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং করমদী পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আর সহড়াতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ২৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা, নোয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ ১৬ হাজার ৬ শত ৬৭ টাকা এবং বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পেয়েছে ১০ হাজার টাকা।

পুরো বরাদ্দ তালিকা প্রকাশ পেলেও মুজিবনগর উপজেলাকে এখনো কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের আগের সময়সীমা, সংস্কারের জরুরি নির্দেশনা এবং বাকি দুই উপজেলার বরাদ্দ কাঠামো সামনে রেখে মুজিবনগরের বিদ্যালয়গুলো কেন তালিকার বাইরে রইল—এ রকম প্রশ্ন স্থানীয় শিক্ষাপ্রাঙ্গণে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে মাধ্যমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এই বরাদ্দ দিয়েছে। আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে জেলার যে সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, সেগুলোকে ভোটগ্রহণের উপযোগী করে তুলতে এই বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আমরা মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য বাজেট বরাদ্দ পেয়েছি। মুজিবনগর উপজেলার জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। খুব দ্রুতই এই বরাদ্দের চিঠি পাওয়া যাবে।

মেহেরপুরে ৩০৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা, হয়নি বার্ষিক পরীক্ষা

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তালা লাগিয়ে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষকরা। দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করে মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল থেকে তারা জেলার ৩০৮টি বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন।

বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস ও বার্ষিক পরীক্ষা চললেও শিক্ষকদের এ কর্মসূচির কারণে সেটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়ে এবং শিক্ষার্থী–অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়।

সকাল থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেখা যায়, ক্লাস শুরুর আগে সহকারী শিক্ষকরা মূল ফটক, অফিসকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষে একে তালা লাগিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে বিদ্যালয়ে এলেও তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। পরে শিক্ষকরা জানিয়ে দেন পরীক্ষা হবে না। বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার অভিভাবক আরিফুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘দাবি-দাওয়ার নামে শিক্ষকদের হঠাৎ কর্মবিরতি পুরোপুরি শিক্ষার্থীদের ‘জিম্মি’ করে ফেলেছে। বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বছরের সমাপনী পরীক্ষা বন্ধ থাকায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

আন্দোলনরত সহকারী শিক্ষক মহসিন আলী জানান, সরকারের পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি না থাকায় তারা বাধ্য হয়ে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, দশম গ্রেডে বেতন প্রদান, পদোন্নতি কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং সহকারী শিক্ষকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত দায়িত্ব কমানো।

এদিকে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রধান শিক্ষকরা পড়েছেন

সবচেয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে।

মেহেরপুরের গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা জানান, ‘গত দুদিন অভিভাবকদের সহায়তায় আমরা পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সহকারী শিক্ষকরা দায়িত্বে না থাকায় নৈশ প্রহরীকেও সাহায্য করতে হয়েছে। কিন্তু আজ ক্লাসরুমে তালা লাগিয়ে দেওয়ায় আমরা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছি।’

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম জয়নুল ইসলাম বলেন, ‘বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৪৫তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হলেন মেহেরপুরের ডা. রোমেল হোসেন

৪৫তম বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের কৃতী সন্তান ডা. রোমেল হোসেন।

শান্ত-নির্মল কোমরপুর গ্রামের মাটিতে জন্ম নেওয়া ডা. রোমেল কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও অদম্য মনোবলের মাধ্যমে ৪৫তম জেনারেল বিসিএস পরীক্ষায় স্বাস্থ্য ক্যাডারে স্থান করে নেন। তিনি উত্তরবঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা সম্পন্ন করেন।

বিপুল প্রতিযোগীর ভিড়ে মেধা ও যোগ্যতার প্রমাণ রেখে সুপারিশপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি শুধু পরিবারের নয়, পুরো জেলার গর্বে পরিণত হয়েছেন। তাঁর এই সাফল্য শিক্ষক, অভিভাবক, প্রিয়জন এবং এলাকার মানুষের জন্যও এক গৌরবময় অর্জন।

মানবসেবাকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করা ডা. রোমেল ভবিষ্যতে

সততা, নিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে দেশের স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তাঁর পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা।

মুজিবনগরে জামায়াত প্রার্থী তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ ও পথসভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ আসনে (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দিন খান দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগ করেছেন।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের মাঝে তিনি দুর্নীতি ও চাঁদাবাজমুক্ত ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যয়ে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এনে আগামীর নিরাপদ বাংলাদেশ গঠনে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানান তিনি।

গণসংযোগ শেষে অনুষ্ঠিত পথসভায় বাগোয়ান ইউনিয়নের আমির ফারুক হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির তাজউদ্দিন খান। তিনি বলেন, মানুষের কল্যাণে, ন্যায় ও নীতির ভিত্তিতে একটি সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। জনগণের দোয়া ও সহযোগিতা পেলে আমরা উন্নত ও সুশাসনভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

গণসংযোগে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মাল সেক্রেটারি জারজিস হোসাইন, মুজিবনগর উপজেলা আমির খানজাহান আলী, উপজেলা নায়েবে আমির ফিরাতুল ইসলাম, উপজেলা সেক্রেটারি খাইরুল বাসার, মুজিবনগর উপজেলা পেশাজীবী বিভাগের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেন, উপজেলা বায়তুল মাল সেক্রেটারি আমির হোসেন, উপজেলা

শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি ফজলুল হক গাজীসহ জামায়াতে ইসলামী নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরের রাজনগরে জলাশয়ে ডুবে তিন বছরের শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর মল্লিকপাড়ায় জলাশয়ের পানিতে ডুবে লাবিব (৩) নামে এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ির পার্শ্ববর্তী জলাশয়ে পড়ে গিয়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। লাবিব রাজনগর মল্লিকপাড়ার জমিরুল ইসলামের একমাত্র ছেলে।

প্রতিবেশীরা জানান, লাবিবের মা ও দাদী বাড়ির পাশের ফাঁকা জায়গায় ধান উড়াচ্ছিলেন। সে সময় লাবিব পিছনে খেলছিল। হঠাৎ তাদের অগোচরে খেলতে খেলতে সে পাশের জলাশয়ে পড়ে যায়। বিষয়টি তারা টের পাননি।

পরে বেলা ১২টার দিকে পথচারীরা জলাশয়ে লাবিবের নিথর দেহ ভাসতে দেখে চিৎকার করলে পরিবারের লোকজন ছুটে আসে। দ্রুত উদ্ধার করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পরিবারের আহাজারিতে এলাকার মানুষও কান্না সংবরণ করতে পারেননি। খবর পেয়ে বারাদী পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ এসআই ফরহাদ ও এএসআই আরুজ আলী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

এসআই ফরহাদ বলেন, এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বাদ মাগরিব রাজনগর গ্রাম্য কবরস্থানে লাবিবের দাফন সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত এক মাসে রাজনগর মল্লিকপাড়ায় পানিতে ডুবে চার কিশোরীসহ মোট পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।